এই সময়
YOUNG BENGAL GLOBAL BENGALI

স্বশাসনের মোড়কে বেসরকারিকরণের প্রয়াস, উঠছে প্রশ্ন

Mar 22, 2018, 01.56 PM IST

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

স্নেহাশিস নিয়োগী

নামেই স্বশাসন! আসলে কি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সার্বিক ভাবে হাত গুটিয়ে নিতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। বেসরকারিকরণের প্রথম ধাপ হিসাবেই কি এই স্বশাসন? যাদবপুরের নতুন শিরোপায় উঠে গেল এমনই নানা প্রশ্ন।

যদিও উপাচার্য সুরঞ্জন দাস বিতর্ক নস্যাৎ করে বলেছেন,'আমি কখওনই কোনও ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উপর আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষে নই। কিন্তু বিদেশ থেকে কোনও ছাত্রছাত্রী যদি যাদবপুরে পড়তে আসেন, তা হলে তাঁদের থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের নিরিখে বেশি ফি নেওয়া হবে না কেন!'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য আশুতোষ ঘোষের অবশ্য বক্তব্য,'কোনও রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় এই স্বশাসন কতটা ব্যবহার করতে পারবে, তা নিয়ে সংশয় আছে। কারণ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ বলতে কিছু নেই। স্বশাসনে যে সব ক্ষমতা অথবা সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়েছে, তার সিংহভাগ কার্যকরী করতে অর্থ জোগানের রাস্তা তো পড়ুয়াদের থেকে ফি আদায়!'

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) গ্রেডেড অটোনমি রেগুলেশন ২০১৮ মোতাবেক দেশের ৬২টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৮টি কলেজের মতো যাদবপুরও নতুন কোর্স, বিভাগ, স্কুলস, সেন্টার এবং প্রোগ্রাম চালু করতে পারবে। কমিশনের সম্মতি ছাড়াই অফ-ক্যাম্পাস সেন্টার খুলতে পারবে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গবেষণা-পার্ক ও ইনকিউবিশন সেন্টার তৈরিতে সেল্ফ ফিনান্সিং কোর্সও চালু করতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়কেই অর্থের সংস্থান করতে হবে। কেন্দ্র বা ইউজিসি-র থেকে কানাকড়ি মিলবে না। পাশাপাশি, মোট পদের ২০ শতাংশে বিদেশি শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে। মেধার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আসনের ২০ শতাংশে বিদেশি পড়ুয়াও ভর্তি করা যাবে। এমনকী তাদের ফি কত হবে, সেটাও বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত করতে পারবে।

এ সবেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন যাদবপুরের শিক্ষক, পড়ুয়া এবং গবেষকরা। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (জুটা) সাধারণ সম্পাদক নীলাঞ্জনা গুপ্তর কথায়,'গত বছর ইউজিসি যখন গ্রেডেড অটনোমির খসড়া প্রকাশ করে, তখনই আমরা তার বিরোধিতা করেছিলাম। বর্তমান পাঠ্যক্রমে ইউজিসি-র সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু নতুন কিছু শুরু করতে গেলে তো পড়ুয়াদের থেকেই ফি আদায় করতে হবে। তা ছাড়া এই বিধিতে পঠনপাঠন ও প্রশাসনিক স্বশাসনের কোনও ইঙ্গিতই নেই। এই স্বীকৃতি বস্তুত বেসরকারিকরণের দিকেই এগিয়ে যাওয়া।'অধ্যাপক সংহতি মঞ্চের সভাপতি তরুণ নস্করের দাবি,'সেল্ফ ফিনান্সিংয়ে নতুন কোর্স মানেই প্রচুর ফি বাড়বে। বিদেশি শিক্ষক নিয়োগ হলে তাঁদের বেতন ভারতীয় শিক্ষকদের থেকে ঢের বেশি হবে। যা দেশের শিক্ষকদের পক্ষে অপমানজনক। ইচ্ছেমতো বিদেশি ছাত্র ভর্তি, তাঁদের থেকে অঢেল ফি নিয়ে শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণই করা হবে।'

যাদবপুরের নির্মাণ ও প্রযুক্তি বিভাগের শিক্ষক পার্থপ্রতিম বিশ্বাস বলেন,'এই স্বশাসনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষই যদি লক্ষ্য হয়ে থাকে, তা হলে কেন্দ্র আর্থিক অনুদানে দায়বদ্ধ থাকবে না কেন?'আবুটা-র সাধারণ সম্পাদক অলক ঘোষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, গ্রেডেড অটোনমি প্রদানের বিধান কর্পোরেট লবির স্বার্থে সাধারণের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত করার নকশা ছাড়া কিছু নয়। সাধারণের কাছে উচ্চশিক্ষা আরও মহার্ঘ হবে। যাদবপুরের ছাত্র সংগঠন আফসু-র সাধারণ সম্পাদক দেবরাজ দেবনাথ জানান, অটোনমি না ইউজিসি যাদবপুরের হাত ছেড়ে দিচ্ছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আমরা পাবলিক ফান্ডেড শিক্ষার পক্ষেই। এই স্বশাসনে যাদবপুরেও যদি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিপুল ফি দিয়ে পড়তে হয়, তা হলে আপত্তি উঠবেই।